নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

আন্দোলনে পরীক্ষা ফেরালেন শিক্ষার্থীরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ০০:০০ | আপডেট: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ২৩:০২

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের চলমান পরীক্ষাগুলো অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ জন্য নতুন রুটিন প্রকাশ করা হয়েছে। এ ঘোষণার পর গতকাল বুধবার বিকাল ৪টার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা প্রায় ৭ ঘণ্টা পর নীলক্ষেত এলাকার সড়ক ছেড়ে সরে যান। তাদের অবস্থানের কারণে সকাল ৯টার পর রাজধানীর কিছু সড়কে তীব্র যানজট দেখা দেয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার বিকালে সাত কলেজের সব পরীক্ষা ২৪ মে পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল। এ সিদ্ধান্তের পর ওইদিন সন্ধ্যায় তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষায় স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার এবং হল-ক্যাম্পাস খুলে দেওয়ার

দাবিতে নীলক্ষেত মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা।

একই দাবিতে গতকাল সকাল ৯টার দিকে আবার সড়ক আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা নীলক্ষেত মোড়ে অবস্থান নিলে নিউমার্কেট-আজিমপুর সড়কের উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তখন সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে নিউমার্কেটগামী গাড়িগুলো নিউ এলিফ্যান্ট রোড হয়ে কাঁটাবন দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। পরে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে অবস্থান নিলে সিটি কলেজ থেকে শাহবাগ পর্যন্ত সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আশপাশের সড়কগুলোয় তীব্র যানজট দেখা দেয়। এই যানজট মিরপুর রোড হয়ে গাবতলী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এতে ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) রমনা জোনের ডিসি সাজ্জাদুর রহমান বলেন,

নীলক্ষেত মোড়টি রাজধানীর ব্যস্ততম সড়কের একটি। শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে অবস্থান করায় রাজধানীজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। জনদুর্ভোগও প্রকট হয়ে ওঠে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সড়কে অবস্থান নিয়ে রুটিন অনুযায়ী চলমান পরীক্ষা অব্যাহত রাখাসহ আবাসিক হল ও ক্যাম্পাস খুলে দেওয়ার দাবি জানান। কিছু শিক্ষার্থী কাফনের কাপড় পরে আন্দোলনে অংশ নেন। বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের তুলে দিতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে পুলিশ। একপর্যায়ে জলকামান নিয়ে এগিয়ে যায় পুলিশ। এ সময় শিক্ষার্থীরা পুলিশকে ঘিরে ধরেন এবং প্রত্যেক পুলিশ সদস্যকে একটি করে লাল গোলাপ দেন।

আন্দোলনে অংশ নেওয়া ইডেন কলেজের চতুর্থ বর্ষের এক শিক্ষার্থী বলেন, আমাদের চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা প্রায় শেষ পর্যায়ে। এই পর্যায়ে এসে পরীক্ষা স্থগিত করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। ২০১৯ সালে যে পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল, তা এখনো আটকে আছে। আমরা আর কত সেশনজটে পড়ে থাকব? পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত আমাদের সঙ্গে প্রহসন। একটা পরীক্ষার জন্য কি আরও এক বছর নষ্ট করতে হবে? আমরা আমাদের ক্যারিয়ার নিয়ে হতাশা ও অনিশ্চয়তায় আছি।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ইসমাইল সম্রাট বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক আমাদের পরীক্ষা চলছিল। সকাল ৯টায় আমাদের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। আমরাও প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু পরীক্ষার টেবিলে আমরা শুনি পরীক্ষা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ এ ধরনের ঘোষণায় আমরা বিপাকে পড়েছি। আমাদের অনেকেই পরীক্ষার ঘোষণায় বাড়ি থেকে ঢাকায় চলে এসেছে। ঢাকায় আসার পর তাদের বাসা নেওয়া, ফরম ফিলআপ এবং ভর্তি হওয়া পর্যন্ত ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের সিদ্ধান্তে আমরা হতাশ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।

শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের মুখে বিকালে জরুরি ভার্চুয়াল সভা ডাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সভায় শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মাহবুব হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান, উপ-উপাচার্য এবং সাত কলেজের অধ্যক্ষরা অংশ নেন। বৈঠক শেষে সাত সরকারি কলেজের প্রধান সমন্বয়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, সাত কলেজের চলমান পরীক্ষাগুলো অব্যাহত থাকবে। মঙ্গল-বুধবারের পরীক্ষাগুলোর তারিখ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে শর্ত দেওয়া হয়, পরীক্ষা চলাকালে কলেজগুলোর হোস্টেল খোলা যাবে না এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

বিকাল ৪টার দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার এবং পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা এলে সড়কে অবস্থান নিয়ে থাকা শিক্ষার্থীরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। আনন্দ প্রকাশ করে সেøাগান দিতে দিতে তারা সড়ক থেকে চলে গেলে বিকাল সোয়া ৪টার দিকে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হয়।

২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয় ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ। এই কলেজগুলোয় শিক্ষার্থী প্রায় দুই লাখ।

পরীক্ষার নতুন রুটিন

অধিভুক্ত সাত কলেজের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের স্থগিত পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করেছে ঢাবি কর্তৃপক্ষ। গতকাল সন্ধ্যায় ঢাবির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহলুল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অধিভুক্ত সাত কলেজের ২০১৯ সালের তৃতীয় বর্ষ স্নাতক পরীক্ষার্থীদের স্থগিত পরীক্ষাগুলো ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ৩, ৬, ৯ ও ১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। স্নাতক চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষাগুলো ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ২, ৪ ও ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন সকাল ৯টায় পরীক্ষা শুরু হবে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

নতুন ধারার দৈনিক আমাদেরসময়

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯

Privacy Policy

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@dainikamadershomoy.com, editor@dainikamadershomoy.com